৭।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়েছে ঃ প্রশ্ন তুলেছে অর্থ মন্ত্রণালয়

কাশেম হুমায়ুন ।। কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষা খাতে প্রতিবছরই সরকারি বরাদ্দ বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিপাকে পড়েছে।

চলতি ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতের জন্য অতিরিক্ত ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এই টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে যে, গত ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের ১৮ হাজার ১শ' বেসরকারি কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ যোগান দেয়ার জন্য ৬শ' ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। ক্রমান্বয়ে স্বীকৃতপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সরকারকে অতিরিক্ত আরো ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়। অর্থ- বছরশেষে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ যোগান দিতে সরকারের ব্যয় হয় ৭২৫ কোটি টাকা।

চলতি ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের বাজেটে বেসরকারি কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ দেয়ার জন্য ৬শ' ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত আরো ৮শ' বেসরকারি কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকারি খাত থেকে যোগান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের অতিরিক্ত ৯০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষা খাতে বছরের পর বছর ব্যয় বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না।

গত ক'দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঘুরে দেখা গেছে যে, মন্ত্রণালয়ে তদবির পার্টির প্রচন্ড ভিড়। মাসিক পে-অর্ডার (এমপিও), উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি আদায় ও শিক্ষকদের বদলির তদবির নিয়ে রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সর্বক্ষণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেন-দরবার করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তদবিরের কারণে কোন কাজই করতে পারছেন না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অসংখ্য ভুয়া শিক্ষক রয়েছে। এদের নামে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে উঠিয়ে আত্মসাৎ করা হচ্ছে।